বিয়ের প্রলোভন ও নির্যাতনের অভিযোগে হিরো আলম গ্রেপ্তার

সংগৃহীত ছবি

ধর্ষণ ও নির্যাতনের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় আশরাফুল হোসেন আলম, যিনি হিরো আলম নামে পরিচিত, তাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বগুড়া জেলা পুলিশের সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তফা মঞ্জুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১ এ দায়ের হওয়া মামলায় গত ১০ ফেব্রুয়ারি আদালত তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। সম্প্রতি সেই পরোয়ানা সংশ্লিষ্ট থানায় পৌঁছালে অভিযান চালানো হয়।

পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, তিনি নিজ এলাকায় অবস্থান করছেন—এমন তথ্যের ভিত্তিতে তাকে ধরতে গেলে তিনি ঢাকার দিকে পালানোর চেষ্টা করেন। পরে গাড়ি ধাওয়া করে শাজাহানপুর থানা এলাকার কাছ থেকে তাকে আটক করা হয়। গ্রেপ্তারের পর আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০২৫ সালের ৬ মে এক নারী বগুড়ার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১ এ অভিযোগ দায়ের করেন। সেদিনই আদালত তার জবানবন্দি গ্রহণ করে তদন্তের নির্দেশ দেন এবং বিষয়টি তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)-কে। তদন্ত শেষে ১০ ফেব্রুয়ারি আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয় পিবিআই। অপর পাঁচ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রমাণ না পাওয়ায় তাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

LENS ASIA

অভিযোগে বলা হয়, বিয়ের আশ্বাস ও চলচ্চিত্রে নায়িকা বানানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার ধর্ষণ করা হয়। পরে এক পর্যায়ে মৌলভি ডেকে বিয়ে হয়েছে বলে দাবি করে বিভিন্ন স্থানে বাসা ভাড়া নিয়ে সহবাস করা হয়। অভিযোগকারী নারী অন্তঃসত্ত্বা হলে গত বছরের ১৮ এপ্রিল তাকে বগুড়ার বাড়িতে নিয়ে গর্ভপাতের চাপ দেওয়া হয়। রাজি না হওয়ায় ২১ এপ্রিল মারধরের অভিযোগ ওঠে। পরবর্তীতে গুরুতর রক্তক্ষরণ হলে তাকে একটি ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়, যেখানে গর্ভপাত ঘটে। পরে ২৪ থেকে ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত তিনি শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নেন।

এ ছাড়া চলচ্চিত্র নির্মাণের কথা বলে প্রায় ১৫ লাখ টাকা নেওয়ার অভিযোগও অভিযোগপত্রে উল্লেখ রয়েছে।